যুগান্তর

তারিখ ... 19 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কক্ষ দখল নিয়ে দুই বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব অসন্তোষ

যুগান্তর রিপোর্ট

এক বিভাগের কর্মকর্তাদের বের করে দিয়ে আরেক বিভাগের কর্মকর্তাদের কক্ষ দখলের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনা ঘটেছে সচিবালয়ে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের পাশাপাশি বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

গত ৩০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নামে দুটি ভাগ করে সরকার। এরপর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আলাদা বিভাগে পদায়ন করা হয়। সে অনুযায়ী কক্ষও বরাদ্দ করা হয়। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, আলাদা বিভাগ হওয়ার পর শুরু থেকেই কক্ষ ভাগাভাগি, কর্মকর্তা-কর্মচারী বণ্টনসহ সব ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ ও ১৯ তলায় অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫১টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে প্রথম দিকে ৭টি বাদে সব ওই বিভাগের কর্মকর্তারা নেন। আর কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

কক্ষ দখল নিয়ে দুই বিভাগের কর্মকর্তাদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়া হয় সচিবালয়ের বাইরে পরিবহন পুল ভবনে। নাম প্রকাশ না করে উল্লিখিত ৭টি কক্ষের কর্মকর্তারা জানান, সাড়ে ৪ মাস প্রায় প্রতিদিনই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কোনো কোনো কর্মকর্তা কক্ষ ছেড়ে দেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। এ নিয়ে সিনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার ১৭১৪ নম্বর কক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের উপপ্রধান-২ নূরজাহানের নামফলক ফেলে দিয়ে এক যুগ্ম সচিবের নামফলক বসানো হয়। এ অবস্থায় বেগম মোছা. নূরজাহান খাতুন মঙ্গলবার ওই কক্ষে বসতে যাননি। পরে সকালে ওই কক্ষের তালা ভেঙে ফেলা হয়। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সহকারী প্রধান নজরুল ইসলাম বসতেন ১৭০১ নম্বর কক্ষে। তাকেও ওই কক্ষ ছেড়ে দিতে মঙ্গলবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা মৌখিকভাবে তাগিদ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এসব ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের 'চর' দখলের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য করতে দেখা গেছে।

সূত্র জানায়, কক্ষ দখলের এসব বিষয় মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে অবহিত করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর। ওই বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে মন্ত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহিউদ্দীন খানসহ (সচিবের চলতি দায়িত্ব) অন্যদের নিয়ে বসেন। এ সময় তিনি দুই সচিবকে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি নতুন বিভাগের বাড়তি কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত স্থান বরাদ্দ চেয়ে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখারও নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও দুই সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে নাম প্রকাশ না করে উভয় বিভাগের একাধিক অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, এভাবে কক্ষ দখল করা ঠিক হয়নি।

ব্যানবেইস পরিচালকের কার্যালয় প্রাপ্তি নং..... তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে স্বাক্ষর	